

=ঃ পদ প্রকরণ ঃ=

★ পদ: বিভক্তিয়ুক্ত শব্দমাত্রই পদ এবং বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ।

শ্রেণীবিভাগ- পদগুলো প্রধানত দু প্রকার : সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ, ৩. সর্বনাম, ৪. ক্রিয়া।
সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।

বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুই নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

শ্রেণীবিভাগ - বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার -

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. বস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)

১. **সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য** : যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য বলে। যথা-নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল, ঢাকা, দিলি, লন্ডন, মক্কা, মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর,, ‘অগ্নিবীণা’, ‘দেশেবিশেষে’, ‘বিশ্বনবী’।

২. **জাতিবাচক বিশেষ্য** : যে পদ দ্বারা কোনো এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন - মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ।

৩. **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য** : যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা - বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি।

৪. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** : যে পদে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা-ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা - সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, বাঁক, বহর, দল।

৫. **ভাববাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা- গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা।

৬. **গুণবাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা- মধুর মিষ্টত্বের গুণ - মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ - তরলতা, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ - তিক্ততা, তরুণের গুণ - তরুণ্য ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ

বিশেষণ : যে পদ অন্য যে কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

চলন্ত গাড়ি : বিশেষ্যের বিশেষণ।
করণীয় তুমি : সর্বনামের বিশেষণ।
দ্রুত চল : ক্রিয়া বিশেষণ।

শ্রেণীবিভাগ- বিশেষণ দু ভাগে বিভক্ত। যথা - ১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ।

১. **নাম বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা
বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ-সবল দেহকে কে না ভালবাসে।
সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

নাম বিশেষণের প্রকার ভেদ

- ক. রূপবাচক : নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কাল মেঘ।
- খ. গুণবাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া।
- গ. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।
- ঘ. সংখ্যাবাচক : হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।
- ঙ. ক্রমবাচক : দশম শ্রেণী, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথম কণ্যা।
- চ. পরিমাণবাচক : বিঘাটেক জমি পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দু কিলোমিটার রাস্তা।
- ছ. অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।
- জ. উপাদানবাচক : বেলে মাটি, মেটে কলসী, পাথুরে মূর্তি।
- ঝ. প্রশ্নবাচক : কত দূর পথ? কেমন অবস্থা?
- ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

২. **ভাব বিশেষণ** : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ।

ভাব বিশেষণ চার প্রকার : ১. ক্রিয়া বিশেষণ, ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।

ক. **ক্রিয়া বিশেষণ** : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা -

ক. ক্রিয়া সংঘটনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
খ. ক্রিয়া সংঘটনের কাল : পরে এক বার এসো।

খ. **বিশেষণীয় বিশেষণ** : যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে।

ক. নাম-বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

গ. **অব্যয়ের বিশেষণ** : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।

যথা - ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।

ঘ. **বাক্যের বিশেষণ** : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়।

যেমন - দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। **বাস্তবিকই** আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

★ বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।
যেমন-

ভাল : বিশেষণ রূপে- ভাল বাড়ি পাওয়া কঠিন।

বিশেষ্য রূপে - আপন ভাল সবাই চায়।

মন্দ : বিশেষণ রূপে- মন্দ কথা বলতে নেই।

বিশেষ্য রূপে - এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

○ সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

- (১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
- (২) আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
- (৩) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
- (৪) দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব, সব।
- (৫) সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
- (৬) প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?
- (৭) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
- (৮) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
- (৯) সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
- (১০) অন্যান্যবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ

‘পুরুষ’ একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে শ্রেণীবিভাগ-পুরুষ তিন প্রকার

১. উত্তম পুরুষ : স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ- আমি, আমরা।
২. মধ্যম পুরুষ : প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ।
তুমি, তোমরা, প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।
৩. নাম পুরুষ : অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাঁদের প্রভৃতি নাম পুরুষ।

অব্যয় পদ

অব্যয়- ন ব্যয় = অব্যয়। যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

শ্রেণীবিভাগ- বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে- বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশী অব্যয় শব্দ।

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও হাঁ, না ইত্যাদি।

২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। ‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে ‘এবং’ শব্দের অর্থ এমন, আর ‘সুতরাং’ অর্থ অত্যাশ্চর্য, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

৩. বিদেশী অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকার ভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার : ১. সমুচ্চয়ী, ২. অনন্বয়ী, ৩. অনুসর্গ, ৪. অনুকার বা ধন্যাত্মক অব্যয়।

১. **সমুচ্চয়ী অব্যয়** : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয় :

(i) উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে ‘ও’ অব্যয়টি বাক্যস্থিত দু টো পদের সংযোজন করেছে।

খ. বিয়োজক অব্যয় :

(i) হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী।

এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দু টো পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাবে।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে অথচ অব্যয়টি দু টো বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

২. **অনন্বয়ী অব্যয়** : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীন ভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!

খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।

গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদন বাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।

ঙ. সমর্থন সূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।

চ. যজ্ঞপ্রাণ প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।

ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এত নীচ। কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

৩. **অনুসর্গ অব্যয়** : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা - ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়) অনুসর্গ অব্যয় ‘পদান্বয়ী অব্যয়’ নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দু প্রকার : ক. বিভক্তি সূচক অব্যয় এবং খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. **অনুকার অব্যয়** : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা
বজ্রের ধ্বনি - কড় কড়, মেঘের গর্জন - গুড় গুড়, বৃষ্টির তুমুল শব্দ - বাম বাম, সিংহের গর্জন - গর গর, শ্রোতের ধ্বনি - কল কল।

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণীভুক্ত। যথা - ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), ঝাঁ ঝাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ

* **ক্রিয়াপদ** : যে পদের দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন- কবির বই পড়ছে।

* **ক্রিয়াপদের গঠন** : ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পূরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। যেমন- ‘পড়ছে’ = পড় ‘ধাতু’ + ‘ছে’ বিভক্তি।

* **অনুজ্ঞ ক্রিয়াপদ** : ক্রিয়া পদ বাক্য গঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোন মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না, তবে কখনো কখনো বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুজ্ঞ থাকতে পারে। যেমন- ইনি আমার ভাই = ইনি আমার ভাই (হন)। বাক্যে সাধারণত ‘হ’ এবং ‘আছ’ ধাতু গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে।

* **ক্রিয়ার প্রকারভেদ** :

ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দু ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা: ক. সমাপিকা ও খ. অসমাপিকা

ক. **সমাপিকা ক্রিয়া** : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- আমি ভাত খাচ্ছি।
রোমা দিলি- যাবে।

খ. **অসমাপিকা ক্রিয়া** : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- ১. প্রভাতে সূর্য উঠলে ২. আমরা হাত মুখ ধুয়ে ৩. আমরা বিকেলে খেলতে, এখানে উঠলে, ধুয়ে, খেলতে ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ করতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এ শব্দ গুলো অসমাপিকা ক্রিয়া। উপর্যুক্ত বাক্য গুলো পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন করলে দাঁড়াবে।

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে, অন্ধকার দূর হয়।

২. আমরা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম।

৩. আমরা বিকেলে খেলতে যাই।

পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ইয়া, ইয়ে, ইতে, তে, লে বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়া।

* **সকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- রোপা ছবি আঁকছে। আমি চাঁদ দেখছি।

* **অকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তাকে বলা হয় অকর্মক ক্রিয়া।
যথা- সে খেলে। আমি যাই।

আমরা রোজ বেড়াই।

* **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** : সে ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- সে মাকে চিঠি লিখছে আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

* **কর্ম** : ক্রিয়াকে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই হলো কর্ম (objective) দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্ম পদটিকে গৌণ কর্ম বলে। বস্তুবাচক কর্ম পদটিকে মুখ্য বলে কারণ সেটি মূল ক্রিয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে।

* **সমধাতুজ কর্ম** : বাক্যের ক্রিয়া এবং কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্থক কর্ম পদ বলে। যেমন- আর কত খেলা খেলবে।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে।

যেমন- কী খেলায় খেললে

বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

* **প্রযোজক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। (সংস্কৃত ব্যাকরণে একে গিজস্‌ড ক্রিয়া বলা হয়।

* **প্রযোজক কর্তা** : যে ক্রিয়া প্রয়োজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।
প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।
যেমন-

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
সাপুড়ে মা	সাপ শিশুকে	খেলায় খাওয়ায়

* **নাম ধাতুর ক্রিয়া** : নাম ধাতুর সঙ্গে পূরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যথা- ক. বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নাম ধাতু) খ. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নাম ধাতু)। গ. ধন্যাত্মক অব্যয়: কন কন + আ = কনকনা (নাম ধাতু)।

* **যৌগিক ক্রিয়া** : একটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ, প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যথা-

ঘটনাটা শুনে রাখ। সাইরেন বেজে উঠল। এখন যেতে পার।

* **মিশ্র ক্রিয়া** : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে হ, পা, দে যা, কর্ কাট্, গা, ছাড়্, ধর, মার প্রভৃতি ধাতু যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন- আমরা তাজমহল দর্শন করলাম। তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম। মাথা ঝিম ঝিম করছে।

=ঃ পত্র লিখন ঃ=

পত্র শব্দটির শাব্দিক অর্থ পাতা, ফর্দ ইত্যাদি। এর আভিধানিক অর্থ চিহ্ন বা স্মারক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পত্র বলতে বার্তা আদান-প্রদানের এমন একটি মাধ্যমকে বোঝায়, যার দ্বারা মানুষ দূরবর্তী লোকজনের সাথে বিভিন্ন তথ্য, মনোভাব ও আবেগ লিখিতরূপে আদান-প্রদান করতে পারে।

পত্রের প্রয়োজনীয়তা

ভাব বিনিময় ও তথ্য আদান-প্রদানের সবচেয়ে সহজ ও সুপ্রাচীন মাধ্যম হলো পত্র। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে নানা প্রয়োজনে পত্র লিখতে হয়। ‘পত্র’ শুধু ভাব বিনিময়ের মাধ্যমই নয়, এটা সাহিত্যেরও অংশ। অন্যান্য সাহিত্যের মতো পত্র-সাহিত্যও পাঠকের কাছে বেশ সমাদৃত। পত্রের মাধ্যমে পত্রলেখকের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, শিষ্টাচার ও রচনার যে সঠিক পরিমাপ করা যায়, অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব হয় না।

পত্রের বিভিন্ন অংশ

একটি পত্রের প্রধানত দুটি অংশ থাকে-ক পত্রগর্ভ বা অল্‌ডার্ডাগ,

খ. পত্রের বহির্ভাগ বা শিরোনাম।

ক. **পত্রগর্ভ বা অল্‌ডার্ডাগ** : পত্রগর্ভ বা অল্‌ডার্ডাগ পত্রের মূল অংশ। কেননা এ অংশে পত্র লেখার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। পত্রগর্ভকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

০১. মঙ্গলসূচক শব্দ বা ধর্মীয় রীতিসিদ্ধ মঙ্গলিক কথা।

০২. পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ।

০৩. সম্ভাষণ

০৪. মূল বক্তব্য

০৫. সমাপ্তি ও সম্ভাষণ ও

০৬. পত্র লেখকের নাম (স্বাক্ষর)।

পত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা ও লিখন পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

০১. **মঙ্গলসূচক শব্দ:** পত্রের প্রথমে মাঝামাঝি স্থানে মুসলমানগণ আল-হর নাম এবং হিন্দুগণ দেব-দেবীর নাম লিখে পত্র আরম্ভ করেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রে সাধারণত ‘ইয়া আল-হ’ ‘ইয়া রব’ ‘এলাহি ভরসা’ ‘বিসমিল-হির রাহমানির রাহিম’, আল-হর নামে শুরু করিলাম, প্রভৃতি এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে সাধারণত ‘ওঁ’ ‘শ্রীশী হরি সহায়’, শ্রীশ্রী স্বরস্বতী নমঃ প্রভৃতি লিখে থাকে। তবে আজকাল মঙ্গলসূচক শব্দবলী ব্যবহার বর্জনীয় বলে গণ্য হচ্ছে।

০২. **ঠিকানা ও তারিখ:** পত্রের উপরাংশের ডান পাশে পত্র লেখকের সংক্ষিপ্ত ঠিকানা ও তারিখ ও লিখিত হয়।

০৩. **সম্ভাষণ:** পত্রের উপরাংশের বাম পাশে যাকে পত্র লেখা হয় তাকে যে সম্বোধন করে পত্রের মূলবক্তব্য আরম্ভ করা হয় তাকে সম্ভাষণ বলে। পত্র প্রাপকের শ্রেণীভেদে সম্ভাষণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন-

গুরুজনদের প্রতি: মুসলমানগণসাধারণত ‘পাক জনাবেয়ু’, ‘মোবারক জনাবেয়ু’ প্রভৃতি এবং হিন্দুগণ সাধারণত ‘শ্রীচরণেয়ু’, ‘কল্যাণীয়াসু’, ‘কল্যাণবরেষু’, ‘স্নেহস্পদেয়ু’, ইত্যাদি লিখে থাকেন।

কনিষ্ঠজনদের প্রতি: অনেকে ‘দোয়াবর’, ‘দোয়াবেয়ু’, ‘কল্যাণীয়েয়ু’, ‘কল্যাণীয়াসু’, ‘কল্যাণবরেষু’, ‘স্নেহস্পদেয়ু’, ইত্যাদি লিখে থাকেন।

বন্ধুদের প্রতি: ‘প্রিয়’, ‘প্রিয়বর’, ‘প্রিয়বরেষু’, ‘বন্ধুবরেষু’, ‘সহৃদবরেষু’, প্রভৃতি লিখে থাকেন। অবশ্য আজকাল অনেকেই কনিষ্ঠজনদের প্রতি ‘স্নেহের ক’, ‘প্রিয় ক’ এবং বন্ধুদের প্রতি ‘প্রিয় বা সুপ্রিয় বা সুপ্রিয় ক’ লিখে থাকেন। বি দ্রঃ : এখানে ‘ক’-এর স্থলে ব্যক্তির নাম বুঝানো হয়েছে।

অল্প পরিচিত বা অপরিচিতদের প্রতি: অনেকে ‘জনাব’, ‘মহাশয়’/‘মহাশয়া’ ‘সুধী’, ‘স্বজনেয়ু’ প্রভৃতি লিখে থাকেন।

০৪. **মূল বক্তব্য :** পাঠ সম্ভাষণের পর যথাযথ কুশলাদি জানিয়ে মূল বক্তব্য পেশ করতে হয়।

০৫. **সমাপ্তি সম্ভাষণ:** মূল বক্তব্যলেখা ‘ইতি’ লিখে শেষ করতে হয়। এছাড়া স্নেহের, প্রীতিমুগ্ধ, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভাখী ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

০৬. **পত্রলেখকের নাম (স্বাক্ষর) :** সমাপ্তি সম্ভাষণের পর লেখকের নিজ নাম স্বাক্ষর করতে হয়।

খ. পত্রের বহির্ভাগ বা শিরোনাম : পত্রের বহির্ভাগ বা শিরোনাম পত্রের বাইরে অংশ। এতে পত্র প্রাপকের নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকে এবং সে অনুযায়ী পত্রটি প্রাপকের হাতে পৌঁছায়। সেই সাথে প্রেরকের নাম-ঠিকানাও লিপিবদ্ধ থাকে।

পত্রের প্রকারভেদ:

পত্র আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যম। আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, যারা দূর-দূরান্তে বাস করে, চিঠি পত্রের মাধ্যমে আমরা তাদের সাথে সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকি। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কাজকর্ম থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক লেনদেন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে চিঠিপত্র এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পত্রের প্রকারভেদ: পত্রকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ১. আনুষ্ঠানিক পত্র এবং ২. আনুষ্ঠানিক পত্র।

০১. **আনুষ্ঠানিক পত্র:** আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিবর্গের কাছে এ ধরনের পত্র লেখা হয়। ব্যক্তিগত পত্রে এ পত্রের অলঙ্কারিত্ব।

০২. **আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্র:**

ক. ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র: বৈষয়িক কাজকর্ম ও ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগ এ ধরনের পত্রের মাধ্যমে করা হয়।

খ. সরকারি বা বেসরকারি অফিস সমূহের বিভিন্ন প্রকার আদেশ ও নির্দেশ এ ধরনের পত্রে মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের দরখাস্ত, নিয়োগ ও ছুটির আবেদন, প্রশংসাপত্র, অভিযোগপত্র, স্মারকলিপি ইত্যাদিও অফিস সংক্রান্ত পত্রের অলঙ্কারিত্ব।

গ. সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পত্র: বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রসমূহ এ পত্রের অলঙ্কারিত্ব। এ ধরনের পত্রে ব্যক্তিগত পত্রের পর্যাভূষণও ধরা হয়।

ঘ. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র: যেসব পত্র জনস্বার্থে, সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পত্রিকা সম্পাদকের বরাবর রচিত হয়, সেগুলোকে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র বলে।

ঙ. **স্মারকলিপি:** নির্দিষ্ট অভিযোগ বা দাবি-দাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কোনো সমাজ, গোষ্ঠী বা দলের হয়ে (সাধারণত ব্যক্তিগত স্বাক্ষরহীন) যে পত্র লেখা হয় তাকে স্মারকলিপি বলে।

গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

০১. সুলিখিত পত্র অনেক সময় কোন মর্যাদা লাভ করে?

ক. ঐতিহাসিক

খ. সামাজিক

গ. সাংস্কৃতিক

ঘ. সাহিত্যিক

০২. লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়ক পত্রে কে কী বলে?

ক. ব্যবসাসংক্রান্ত পত্র

খ. লেনদেনসংক্রান্ত পত্র

গ. চুক্তিপত্র

ঘ. ক্রয়বিক্রয়সংক্রান্ত পত্র

০৩. পত্রের সাধারণত কয়টি অংশ

ক. ৫টি

খ. ৬টি

গ. ৭টি

ঘ. ৮টি

০৪. কোনটির অভাবে চিঠিপত্র ‘ডেড লেটার’ বলে চিহ্নিত হয়?

ক. সঠিক দিন তারিখ

খ. প্রেরকের ঠিকানা

গ. পূর্ণ ও স্পষ্ট ঠিকানা

ঘ. প্রয়োজনীয় সীল মহোর।

০৫. সুযোগ সুবিধা প্রার্থনা করে কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত পত্রের নাম-

ক. চুক্তিপত্র

খ. মানপত্র

গ. ব্যক্তিগত পত্র

ঘ. আবেদনপত্র

০৬. অল্প পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি প্রত্নে সম্ভাষণ কি হবে?

ক. ভাই বা-দাদা

খ. দোয়াবর বা কল্যাণীয়

গ. সুজনেয়ু বা পূজনেয়ু

ঘ. সালামবাদ ও নমস্কারপূর্বক

০৭. মাতার নিকট পত্রের পত্রে সম্বোধন হবে কোনটি?

ক. পাক জনাবেয়ু

খ. শ্রদ্ধাস্পদ

গ. পাক জনাব

ঘ. প্রিয় আত্মজান

০৮. সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষ বৈষয়িক ব্যাপারে লিখিত পত্রের নাম কি?

ক. আবেদনপত্র

খ. দলিলপত্র

গ. বিজ্ঞপ্তিপত্র

ঘ. চুক্তিপত্র

০৯. পত্রলেখকের ঠিকানা কোন অংশে লিখতে হয়?

ক. পত্রের শুরুতে

খ. পত্রের শেষে

গ. পত্রের ওপরে ডান পাশে

ঘ. পত্রের ওপরে মাঝখানে

১০. ব্যক্তিগত পত্রের সম্ভাষণে ব্যবহৃত হয় না কোনটি?

ক. প্রণত

খ. বন্ধু বরেষু

গ. শ্রদ্ধাস্পদেয়ু

ঘ. জনাব

সার-সংক্ষেপ

গদ্য বা কবিতার অংশবিশেষের অলঙ্কারিত মূল ভাবকে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করাই হলো সারাংশ বা সারমর্ম লিখন। অর্থাৎ কোনো বিস্তারিত বর্ণনার মধ্য থেকে ব্যাখ্যামূলক কথাগুলো বাদ দিয়ে ‘সার’ বা মূল কথাটি সংক্ষেপে লেখার নাম সারমর্ম বা সারাংশ লিখন। এ অর্থে ইংরেজিতে Summary, Substance ও precis—এ তিনটি ভিন্নশব্দ আছে। এদের ভাষানুসঙ্গ ও একটু ভিন্ন। এ শব্দ তিনটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তবে Summary বলতে সার-সংক্ষেপ, Substance বলতে সারাংশ এবং precis বলতে মর্মার্থ বা মূলকথা হিসেবে চলতে পারে। ইংরেজিতে Summary লিখতে বললে প্রদত্ত অংশের অর্ধেক পরিমাণ লেখা হয়, Substance-এর জন্য প্রদত্ত অংশের এক-তৃতীয়াংশ এবং precis লিখতে প্রদত্ত অংশের এক-চতুর্থাংশ ও তৎসহ একটি Title শিরোনাম লেখার রীতি রয়েছে।

সারাংশের উদ্দেশ্য:

সারাংশ বা সারমর্মে একটি রচনার মূলভাব নিহিত থাকে। সাহিত্য সৃষ্টি-তা গদ্য হোক বা কবিতা হোক তার আড়ালে যে বাস্তব সত্য বা শিল্পসত্য নিহিত থাকে তা স্পষ্টভাবে উদ্ধার করে আনাই সারাংশ বা সারমর্মের কাজ।

সারমর্ম বা সারাংশ লেখার পদ্ধতিগুলো:

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি রয়েছে তেমনি সারাংশ বা সারমর্ম লেখারও কিছু পদ্ধতি রয়েছে। নিচে সারাংশ বা সারমর্ম লেখার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো:

০১. সারাংশ বা সারমর্ম লেখার জন্য নির্ধারিত গদ্য বা কবিতাংশ বার বার পড়া থেকে মূল কথাটি খুঁজে বের করতে হবে। একই সাথে অলংকার, উপমা, রূপক সমূহকেও শনাক্ত করতে হবে। সারাংশ বা সারমর্ম লেখার ক্ষেত্রে বক্তব্য-বিষয়টি বুঝে নিয়ে কেন্দ্রীয় ভাবটি আলাদা করতে হবে এবং অপ্রধান কথাগুলো বাদ দিতে হবে।
০২. বক্তব্য-বিষয়টি বুঝে নিয়ে কেন্দ্রীয় ভাবটি আলাদা করতে হবে এবং অপ্রধান কথাগুলো বাদ দিতে হবে।
০৩. সারাংশ বা সারমর্মের প্রথম বাক্যটিতে নির্মোহ ভঙ্গিতে, কোনো দার্শনিক সত্য/তত্ত্ব প্রকাশিত হবে। তবে কোনো ক্রমেই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
০৪. সারাংশ বা সারমর্ম লেখার সময় মূল কথার বাইরে কোনো কথা লেখা যাবে না। এমনকি কোনো প্রকার ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক, উদ্ধৃতি ব্যবহার করা চলবে না।
০৫. সর্বোপরি সারাংশ বা সারমর্মে যাতে লেখার গুণগত মানবজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

০১. গদ্য বা পদ্যের অংশবিশেষের অস্পষ্ট/নিহিত মূল ভাবকে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে বলে-
ক. সারাংশ বা সারমর্ম
খ. ভাব-সম্প্রসারণ
গ. অনুবাদ
ঘ. বাক্য সংকোচন
০২. 'সারমর্ম বা সারাংশ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্বে
খ. রূপতত্ত্বে
গ. বাক্যতত্ত্বে
ঘ. কোনটিই নয়
০৩. একটি রচনার মূলভাব কোথায় নিহিত থাকে?
ক. অনুবাদে
খ. সারাংশে বা সারমর্মে
গ. ভাবসম্প্রসারণে
ঘ. প্রবন্ধে
০৪. কোনো গদ্যের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়?
ক. সারমর্ম
খ. সারাংশ
গ. ফলা
ঘ. গদ্যাংশ
০৫. কোনো কবিতার মর্মকথা বা তাৎপর্যকে কী বলা হয়?
ক. পদ্যাংশ
খ. সারাংশ
গ. সারমর্ম
ঘ. কোনটিই নয়
০৬. কোনটি সারাংশ বা সারমর্মের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
ক. মর্মার্থ
খ. সারাকথা
গ. সারসংক্ষেপ
ঘ. সবগুলো
০৭. যুক্তি-তর্ক, উপমা, অলংকার ইত্যাদি পরিহার করা হয়-
ক. গল্প বা উপন্যাসে
খ. ভাব-সম্প্রসারণে
গ. রচনায়
ঘ. সারাংশ বা সারমর্মে
০৮. সারমর্ম বা সারাংশ কয়টি স্তরকে বা অনুচ্ছেদে লেখতে হবে?
ক. তিনটি
খ. চারটি
গ. দুটি
ঘ. একটি
০৯. সারমর্ম লেখতে কোনপুর্ন ব্যবহার উপযোগী নয়?
ক. উত্তম পুর্ন
খ. মধ্যম পুর্ন
গ. প্রথম পুর্ন
ঘ. ক ও খ
১০. সারমর্ম বা সারাংশের ভাষা হবে-
ক. সহজ-সাবলীল
খ. দুর্বোধ্য

গ. অলংকার সমৃদ্ধ

ঘ. কোনটিই নয়

== বাগধারা বা বাগবিধি ==

কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যখন ব্যবহারগত সুযোগ ব্যাকরণের গঠিকে লঙ্ঘন করে অর্থের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তখন সে শব্দ বা বাক্যাংশকে বাগধারা বলে। ইহা মূলত কথ্য ভাষার সম্পদ। যেমন-

■ অ ■

- অগস্ত্য যাত্রা - শেষ বিদায়।
- অক্ষয় বট - প্রাচীন ব্যক্তি।
- অষ্টরম্ভা - ফাঁকি।
- অমৃতে অরুচি - দামী জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা।
- অপোগা - নাবালক।
- অলঙ্কার দশা - দারিদ্র্য।
- অকড়িয়া - ধনহীন।
- অকালকুসুম - অসম্ভব জিনিস।
- অকালপক - ইচ্ছা পাকা।
- অকাল বোধন - অসময়ে আবির্ভাব।
- অগত্যা মুখসূদন - অনন্যোপায় হয়ে।
- অগস্ত্য যাত্রা - শেষ বিদায়।
- অক্লুশ-তাড়না - অস্বস্তি আঘাত।
- অজগর বৃষ্টি - আলসেমি।
- অনন্দশয্যা - শেষ শয্যা।
- অন্ধিসন্ধি - ফাঁকফোকর।
- অপোগা - অকর্মণ্য/অপ্রাপ্ত বয়স্ক।
- অবরেসবরে - কালে-ভদ্রে।
- অলহু-তলহু - উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন।
- অশ্বমেধ যজ্ঞ - বিপুল আয়োজন।
- অষ্টকপাল - হতভাগ্য।
- অষ্টরম্ভা - কাঁচকলা/ফাঁকি।
- অসূর্যস্পশ্যা - গৃহে অস্বস্তি।
- অস্থির পঞ্চক, অস্থির পঞ্চম - কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।
- অক্ষরে অক্ষরে - সম্পূর্ণভাবে।
- অ আ ক খ - প্রাথমিক জ্ঞান।
- অকাল কুস্মা - অপদার্থ।
- অন্ধের যষ্টি - অপরিহার্য অবলম্বন।
- অকালের বাদলা - অপ্রত্যাশিত বাধা।
- অক্ষয় বট - প্রাচীন ব্যক্তি।
- আগড়ম্ব বাগড়ম্ব - অর্থহীন কথা।
- অগ্নিশর্মা - ক্ষিপ্ত।
- অতি দর্পে হত লঙ্কা - অহংকারে পতন।
- অদৃষ্টের পরিহাস - ভাগ্যের বিড়ম্বনা।
- অস্পৃহ টিপুনি - গোপন ইশারা।
- অতি চালাকের গলায় দড়ি - বেশি চালাকির অশুভ পরিণাম।
- অর্ধচন্দ্র - গলাধাক্কা।
- অমাবস্যা চাঁদ - দুর্লভ বস্তু।
- অষ্টবজ্র সম্মিলন - প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ।

- অঘাকান্ড/অঘাচশী/অঘারাম - নির্বোধ, নিরেট বোকা
- অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া - পুরোপুরি আন্দাজে কাজ করা
- অথৈ জল - ভীষণ বিপদ
- অনুরোধে টেকি গেলা - পরের অনুরোধে কষ্ট পাওয়া

■ ■ ■ ঞ আ ঞ ■ ■ ■

- আকাশ ধরা - বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
- আকাশে থুথু ফেলা - নিজেরই ক্ষতি করা
- আক্কেলমন্ড আক্কেলমন্দ - বিবেচনা করে এমন
- আটকপালে - হতভাগ্য
- আটখান করা, আটখানা করা - টুকরো টুকরো করা
- আটাশে ছেলে - দুর্বল ছেলে
- আঠারো আনা - বাড়াবাড়ি
- আঠারো মাসে বছর - দীর্ঘসূত্রিতা
- আড়ৎ ঘাটা - খেয়াঘাট
- আতান্ডুরে পড়া - বিপদে পড়া
- আতারি কাতারি - ছটফটে ভাব
- আদমের কাল - সুপ্রাচীন কাল
- আদায় কাঁচকলায় - শত্রুভাবাপন্ন
- আদার ব্যাপারি - সাধারণ লোক
- আদাড়ের হাঁড়ি - সামান্য লোক
- আমগন্ধি - কাঁচাগন্ধযুক্ত
- আমড়া কাঠের টেকি - একেজো লোক
- আমি-আমি করা - আত্মপ্রশংসা করা
- আয়োসুয়ো - সধবা স্ত্রীলোকের দল
- আর আর - অন্যান্য
- আলেয়ার আলো - দুর্লভ বস্তু
- অহ্লাদে ফুটকড়াই - হেসে কুটিকুটি
- আঁকুপাঁকু করা - ছটফট করা
- আঁচল ধরে বেড়ানো - ব্যক্তিত্বহীন
- আকাশ থেকে পড়া - অপ্রত্যাশিত
- আকাশ-পাতাল - বিশাল ব্যবধান
- আকাশের চাঁদ - দুর্লভ বস্তু
- আক্কেলগুডুম - হতবুদ্ধি হওয়া
- আগুনে ঘি ঢালা - রাগ বাড়ানো
- আক্কেল সেলামি - ভুলের মাশুল
- আকাশ কুসুম - অসম্ভব কল্পনা
- আঙুল ফুলে কলা গাছ - হঠাৎ বড়লোক
- আদা জল খেয়ে লাগা - প্রাণপণ চেষ্টা করা
- আমতা আমতা করা - ইতস্তত করা, দ্বিধা করা
- আলালের ঘরের দুলাল - অতি আদুরে নষ্ট ছেলে
- আকাশে তোলা - অতিরিক্ত প্রশংসা করা
- আঁতে ঘা - প্রাণে আঘাত
- আদিখ্যেতা - ন্যাকামি
- আনাড়ি - অপটু, অনভিজ্ঞ
- আঁটকুড়ো - নিঃসম্পন্ন
- আগুনে ঘি ঢালা - রাগ বাড়ানো।
- আট কপালে - হতভাগ্য।

■ ■ ■ ঞ ই ঞ ■ ■ ■

- ইতর বিশেষ - পার্থক্য।

- ইতুনিদকুঁড়ে - অলস
- ইঁচড়ে পাকা - অকালপক্ক
- ইলশে গুঁড়ি - গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
- ইঁদুর কপালে - মন্দভাগ্য
- ইতর বিশেষ - প্রভেদ বা পার্থক্য
- ঈদের চাঁদ - কাক্ষিত বস্তু

■ ■ ■ ঞ উ ঞ ■ ■ ■

- উড়ো কথা - গুজব
- উড়নচশী - উচ্ছৃঙ্খল
- উকর-ধাকর - এলোপাথাড়ি
- উনিশ-বিশ - সামান্য পার্থক্য
- উজলপাঁজল - উত্থালপাতাল
- উজানের কৈ - সহজ লভ্য
- উড়নপেকে - অপব্যয়ী
- উনকোটি চৌষট্টি - প্রায় সম্পূর্ণ
- উপোসি ছারপোকা - অভাবগ্রস্ত লোক
- উলুখাগড়া - গুরুত্বহীন লোক
- উলুবনে মুজো ছড়ান - বৃথা আয়োজন
- উদোর পিঁচি বুধোর ঘাড়ে - একের দোষ অপরের ওপর
- উত্তম মধ্যম - পিটুনি, প্রহার
- উড়ো চিঠি - বোনামি পত্র
- উড়ে এসে জুড়ে বসা - আকস্মিক আবির্ভাব
- উনপঞ্চাশ বায়ু - পাগলামি
- উনো বর্ষা দুনো শীত - যে বছর বৃষ্টি কম হয়, সে বছর শীত বেশী হয়ে।
- উর্মিমালী - সমুদ্র
- উড়ন চশি - উচ্ছৃঙ্খল।
- উন পাঞ্জুরে - অপদার্থ।
- উনপঞ্চাশ বায়ু - পাগলামি।

■ ■ ■ ঞ এ ঞ ■ ■ ■

- এসপার ওসপার - মীমাংসা
- এলাহি কাশ - বিরাট আয়োজন
- এক ডাকের পথ - কাছাকাছি
- এককে একুশ করা - অযথা বাড়ানো
- এক গোয়ালের গরু - এক শ্রেণীভুক্ত
- এক হাত লওয়া - জন্ম করা
- এক চোখা - পক্ষপাত দুষ্ট
- এক ছাঁচে ঢালা - সাদৃশ্য
- একাদশ বৃহস্পতি - মহাসৌভাগ্য
- এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো - এক দলভুক্ত
- এক বনে দুই বাঘ - প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
- এক কথার মানুষ - দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি
- এক যাত্রায় পৃথক ফল - একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি
- এক লহমায় - এক মুহুর্তে
- এলেবেলে - নিকৃষ্ট
- একাদশে বৃহস্পতি - সৌভাগ্যের লক্ষণ।
- এক ক্ষুরে মাথা কামানো - একই স্বভাবের।
- এক ছাচে ঢালা - একই রকম।
- এক হাত লওয়া - সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ

■ ■ ■ I ■ ■ ■

- ওষুধ পড়া - সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া
- ওঝার ঘাড়ে ভূত - বিপদগ্রস্ত কাশ্মিরি

■ ■ ■ ক ■ ■ ■

- অকটবিকট - ছটফটানি
- ক-অক্ষর গোমাংস - সম্পূর্ণ মূর্খ
- কলমির ঝাড় - বংশে বহু লোক
- কচু পোড়া - অখাদ্য
- কচ্ছপের কামড় - যা সহজে ছাড়ে না
- কড়ি কপালে - ভাগ্যবান
- কড়ি কাঠ গোনা - কাজ না করে কালহরণ
- কথার মানুষ - কথা ঠিক রাখে এমন
- কপাল ঠুকে লাগা - প্রত্যয় নিয়ে
- করে খাওয়া - জীবিকার উপায় পাওয়া
- কটু কাটব্য - তিরস্কার
- কপোল-কল্পনা - মনগড়া কথা
- করাতের দাঁত - উভয়-সংকট
- কলির সন্ধ্যা - দুর্দিনের সূত্রপাত
- কলমি কাণ্ডেন - দরিদ্র কিন্তু বিলাসি
- কলমের খোঁচা - অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ
- কমলি ছাড়ে না - নাছোরবান্দার পাল-ায় পড়া
- কানখড়কে - যার কান খুব সজাগ
- কাগুঁজে বাঘ - মিথ্যা জুজু
- কাজের থই - কাজের সীমা
- কায়দা হওয়া - বশে আসা
- কার্তিকে ঝড় - অসময়ের ঝড়
- কাক ভূষি - সম্পূর্ণ ভেজা
- কাট-গোয়ার - অত্যন্ত একগুঁয়ে
- কাটনার কড়ি - উপার্জন সামান্য
- কাবুতে পাওয়া - বাগে পাওয়া
- কালাপানি পার - দ্বীপাস্ত্রের যাওয়া
- কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা - হতভাগ্য
- কাঁঠালের আমসত্ত্ব - অলীক বস্তু
- কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে - আহতকে আরো আঘাত দেওয়া
- কানাগরুর ভিন্ন পথ - অস্থানে সুনির্দেশনা
- কায়েতের ঘরের টেকি - অপদার্থ লোক
- কিপটের জাসু - অত্যন্ত কপণ
- কিল খেয়ে কিল হজম - অপমান গোপন করা
- কুঁচো বাসন - ছোটখাটো থালাবাটি
- কুঁজড়োপনা - ঝগড়াটে স্বভাব
- কুবেরের ভাণ্ডার - অফুরন্ত ঐশ্বর্য
- কুমড়ো কাটা বটঠাকুর - অকর্মণ্য লোক
- কুমিরের সান্নিপাত - অসম্ভব ব্যাপার
- কুল কাঠের আগুন - দীর্ঘস্থায়ী মনঃকষ্ট
- কুলোপনা চক্কর - সারহীন আড়ম্বর
- কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনো - তুচ্ছ ব্যাপার থেকে গুরুতর ব্যাপার প্রকাশ

- কেতাদুরস্ত - ফ্যাশনবাগিশ/পরিপাটি
- কেস কোরোসিন - ব্যাপার গুরুতর
- কেঁচো গুঁষ - গোড়া থেকে গুরু
- কলুর বলদ - একটানা খাটনি
- কপাল ফেরা - সৌভাগ্য লাভ
- কত ধানে কত চাল - হিসেব করে চলা
- কড়ায় গাশায় - সম্পূর্ণ, পুরোপুরি
- কাঁচা পয়সা - নগদ উপার্জন
- কুপমুখ - ঘরকনো/সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন
- কথায় চিড়ে ভেজা - ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন
- কেউ কেউ - সামান্য
- কচু বনের কালাচাঁদ - অপদার্থ
- কংস মামা - নির্মম আত্মীয়
- কেবলা হাকিম - অনভিজ্ঞ
- কালে ভদ্রে - কদাচিত্
- কলা দেখানো - ফাঁকি দেয়া
- কুস্তীরাশ্র - মায়াকান্না
- কুম্ভকর্ণের নিদ্রা - দীর্ঘদিনের আলস্য
- কেঁট-বিষ্ট - বিশিষ্ট ব্যক্তি
- কাঠ হাসি - কপট হাসি
- কাকল-ান - অসম্পূর্ণ গোসল
- কড়ি কপালে - ভাগ্যবান ।
- কাঞ্চন মূল্য - অতি উচ্চ মূল্য ।
- কান ভাঙ্গানো - কুপরামর্শ দেয়া ।
- কেউ কেউ - গণ্যমান্য ব্যক্তি ।
- কাকভূষি - দীর্ঘজীবী ।
- কান ভারি করা - গোপনে বিরূপ করা ।
- কেঁট-বিষ্ট - বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
- কচ্ছপের কামড় - নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকা ।
- কেতা দুরস্ত - বাইরে পরিপাটি ।
- কচুবনের কালাচাঁদ - অপদার্থ ।
- কলির সন্ধ্যা - দৌরাভের গুরুতর ।
- কাঁচা সোনা - নিখাদ সোনা ।
- কাছা টিলা - অসাধন ।

■ ■ ■ খ ■ ■ ■

- খামকাজ - ভুলকাজ
- খুদে রাফস - পেটুক মানুষ
- খুরে খুরে দাঁবৎ - হার স্বীকার
- খেজুরে আলাপ - অকাজের কথা
- খেরো খাতা - বাজে হিসাবের খাতা
- খোদার উপর খোদকারি - অসংগত হস্তক্ষেপ
- খোল নলচে বদলানো - আমূল পরিবর্তন
- খয়ের খাঁ - চাটুকার
- খাতির জমা - নিরীক্ষণ
- খিচুড়ি পাকানো - জটিল করা
- খঁকপাল - দুর্ভাগ্য
- খঁপ্রলয় - তুমুলকাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার
- খোদার খাসি - হস্তপুষ্ট
- খাবি খাওয়া - ছটফট করা

■ ■ গ ঙ ■ ■

- গডালিকা প্রবাহ - অন্ধ অনুকরণ।
- গদাই লঙ্করী চাল - মন্ত্র গতি।
- গরীবের ঘোড়া রোগ - অতিরিক্ত আশা করা।
- গর্দভ রাগিণী - মাধুর্যহীন চিৎকার।
- গোকুলের ষাঁড় - স্বেচ্ছাচারী লোক, বেকার।
- গৌয়ার গোবিন্দ - কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ।
- গৌফ খেজুরে - অত্যন্ত অলস।
- গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো - ফাঁকির মনোভাব।
- গাছে তুলে মই কাড়া - প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।
- গা সওয়া - অভ্যস্ত হওয়া।
- গায়ে সওয়া - দেহে সহ্য হওয়া।
- গা লাগা - মনোযোগ দেয়া।
- গায়ে লাগা - মনোযোগ দেয়া।
- গোকুলের ষাঁড় - নিরুর্মা অপদার্থ ব্যক্তি।

■ ■ চ ঙ ■ ■

- চিনির পুতুল/নিনির পুতুল - শ্রম কাতর।
- চক্ষুদান করা - চুরি করা।
- চশমখোর - সম্পূর্ণ বেহায়া।
- চাঁদ-কপালে - ভাগ্যবান।
- চতুর্ভুজ হওয়া - উৎফুল- হওয়া।
- চোখের চামড়া/পর্দা - চক্ষুজ্ঞা।
- চোখের বালি - চক্ষুশূল।
- চক্ষের পুতলি - আদরের ধন।
- চড়ুই পাখির প্রাণ - ক্ষীণজীবী লোক।
- চর্বিতে চর্বি - পুনরাবৃত্তি।
- চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - স্বার্থপর।
- চিনির বলদ - ভারবাহী।
- চক্ষু চড়ক গাছ - বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে যাওয়া।
- চোন্দরুড়ি - প্রচুর।
- চুনোপুঁটি - সামান্য লোক।
- চোখ কপালে তোলা - বিস্মিত হওয়া।
- চোখ নাচা - শুভাশুভের লক্ষণ।
- চুলের টিকি না দেখা যাওয়া - অদর্শন হওয়া।
- চেটেনেটে - কমবয়সী বধু।
- চোখে সরষে ফুল দেখা - বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়া।
- চক্ষুর্কণের বিবাদ ভঞ্জন - নিঃসন্দেহ হওয়া।
- চড় মেরে গড় করা - আগে অপমান করে শেষে সম্মান।
- চাপান-উতোর - পারস্পরিক সন্দেহ।
- চিত্রগুপ্তের খাতা - যে খাতায় সবকিছু পাওয়া যায়।
- চোরা রাত - চুরি করার পক্ষে প্রশস্ত।
- চার্দেঁর হাট - ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার।
- চিচিং ফাঁক - গোপন রহস্যের প্রকাশ।
- চোখে ধূলা দেওয়া - ঠকানো।
- চিনে জোঁক - নাছোড়বান্দা।

■ ■ হ ঙ ■ ■

- ছাঁদনাতলা - বিবাহের মণি।
- ছামনি নাড়া - দৃষ্টি বিনিময়।

- ছুঁচোর কেন্দন - অবিরাম কলহ।
- ছাই চাপা আগুন - অপ্রকাশিত প্রতিভা।
- ছেলের হাতের মোয়া - সামান্য বস্তু।
- ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা - সামান্য স্বার্থে দুর্নাম অর্জন।
- ছক্কা পাঞ্জা করা - বড় বড় কথা বলা।
- ছিঁচ কাঁদুনে - অল্পেই কাঁদে এমন।
- ছা-পোষা - পোষ্য ভরাক্রান্ত/অত্যন্ত গরিব।
- ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা - পরকে আপন করার চেষ্টা করা।
- ছ কড়া ন কড়া - অপচয়/অবহেলা করা।
- ছয়কে নয় নয়কে ছয় - অপচয় করা।
- ছাতা দিয়ে মাথা রাখা - বিপদে সাহায্য করা।
- ছিনিমিনি খেলা - নষ্ট করা।

■ ■ জ ঙ ■ ■

- জলভাত - সহজসাধ্য।
- জলযোগ - হালকা খাবার।
- জলপানি - বৃত্তি।
- জক (জগ) দেওয়া - ঠকানো।
- জলগ্রহণ না করা - সম্পর্ক না রাখা।
- জলের দাগ - ক্ষণস্থায়ী।
- জামাই-আদর - প্রচুর আদর যত্ন।
- জিগির তোলা - ধনি দেওয়া।
- জীয়েন্দু মারা - জীবন্যুত।
- জোড়ের পায়রা - ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
- জগা খিচুড়ি - বিশৃঙ্খলা।
- জগদল পাথর - গুরুভার।
- জিলাপির প্যাঁচ - কুটবুদ্ধি।
- জাহান্নামে যাওয়া - উচ্ছিন্নে যাওয়া।
- জলাঞ্জলি দেওয়া - বিসর্জন দেওয়া।
- জুতো সেলাই থেকে চশীপাঠ - ছোটবড় সবকাজ।
- জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ - উভয় সঙ্কট।

■ ■ ঝ ঙ ■ ■

- ঝাড়েবংশে - সবশুদ্ধ।
- ঝাঁকের কৈ - এক দলভুক্ত।
- ঝালে ঝোলে অমলে - সর্বত্র বিরাজিত।
- ঝড়ো কাক - বিপর্যস্ত।
- ঝড়তি-পড়তি - ছোটখাটো অংশ।
- ঝিঙেফুল ফোটা - আয়ু ফুরিয়ে আসা।
- ঝোলের লাউ অমলের কদু - সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা।
- ঝোলে অমলে এক করা - মিশিয়ে ফেলা।
- ঝরাপাতা - জীর্ণশীর্ণ লোক।

■ ■ ট ঙ ■ ■

- টিম টিম করা - শেষ অবস্থা।
- টুপি পরানো - তোষামোদ করা।
- টাল সামলানো - বিপদ হতে মুক্তি।
- টীকা ভাষ্য - দীর্ঘ আলোচনা।
- টানা পোড়েন - বিরক্তিকর যাতায়াত।
- টাকার কুমির - ধনী ব্যক্তি।
- টাকাটা সিকিটা - খুব সামান্য টাকা।
- টুপ ভুজঙ্গ - নেশায় বিভোর।

- টেই-মোই - আফালন
- টনক নড়া - সজাগ হওয়া
- টাকার আঙ্গি - বিপুল টাকার মালিক

■ ■ ■ ঠ ■ ■ ■

- ঠক বাহতে গা উজার - খারাপের সংখ্যাই বেশী।
- ঠারে ঠারে - ইঙ্গিতে
- ঠান্ডা লড়াই - গোপনে বিরোধিতা
- ঠোট কাটা - স্পষ্টভাষী
- ঠেকা মেয়ে - চিরকুমারী
- ঠুটো জগন্নাথ - অকর্মণ্য
- ঠাট বজায় রাখা - অভাব চাপা রাখা

■ ■ ■ ড ■ ■ ■

- ডিমে রোগা - চির-রোগী
- ডান হাতের ব্যাপার - খাওয়া
- ডামাডোল - গোলযোগ
- ডকে ওঠা - নষ্ট হওয়া
- ডুমুরের ফুল - অদর্শনীয়
- ডুবে ডুবে জল খাওয়া - গোপনে গোপনে কাজ করা
- ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা - ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া
- ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না - আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি

■ ■ ■ ঢ ■ ■ ■

- ঢাকের কাঠি - মোসাহেব (চাটুকার)।
- ঢিমে তেতলা - কুঁড়ে (ধীরস্থির/অলস)।
- ঢাকের বায়া - অপ্রয়োজনীয় বস্তু।
- ঢক্কা নিগাদ - উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা
- ঢাক ঢাক গুড় গুড় - লুকোচুরি
- ঢাকের কাঠি পড়া - সূচনা করা
- ঢেকি অবতার - নির্বোধ লোক
- ঢেরা সই - নিরক্ষর লোকের সই
- ঢেউ গোনা - বাজে কাজে সময় নষ্ট
- ঢেকির কুমির - অপদার্থ
- টি টি পড়া - কলঙ্ক

■ ■ ■ ত ■ ■ ■

- তোলা হাড়ি - গম্ভীর।
- তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব।
- ত-খরচ - বাজে খরচ।
- তক্কে তক্কে থাকা - গোপনে সতর্ক থাকা
- তাল গাছের আড়াই হাত - শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ

■ ■ ■ দ/ধ ■ ■ ■

- দহরম মহরম - মাখামাখি, ভাল সম্পর্ক।
- দাঁও মারা - সুবিধা লাভ।
- ধর্মের কল - সত্য কথা।
- দহরম মহরম - অস্ফুটতা
- দুধের মাছি - সুসময়ের বন্ধু
- দা-কুমড়া সম্বন্ধ - শত্রু-ভাব
- দক্ষিণ হস্ফ - প্রধান সহযোগী

- দৈতো হাসি - কৃত্রিম হাসি
- দাঁত ফোটানো - কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা
- দিনকে রাত করা - অসাধ্য সাধন / দুর্কর্ম করা
- দিবাস্বপ্ন - অলীক কল্পনা
- দিল-কা লাড্ডু - যে জিনিস পেলে অনুতপ্ত হয়, অথচ না পেলেও হতাশ হয়
- দু'কান কাটা - বেহায়া / নির্লজ্জ
- দুমুখো সাপ - শত্রু-মিত্র উভয়ের পক্ষাবলম্বন
- দুধে আলতা রঙ - রঙের ঔজ্জ্বল্য
- দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো - আসলের অভাব নকলে মেটানো

■ ■ ■ ন ■ ■ ■

- নেই আকঁড়া - নাছোড়বান্দা।
- নিকুচি করা - তিরস্কার করা।
- নিসপিস করা - বেশি আগ্রহ দেখানো।
- নাড়ীর খবর - গোপন কথা।
- নকড়া ছকড়া করা - তুচ্ছ জ্ঞান করা
- নয়-ছয় - অপচয় / বিশৃঙ্খল অবস্থা
- নদের চাঁদ - সুন্দর ব্যক্তি অথচ অপদার্থ
- নাক সিঁটকানো - অবজ্ঞা করা

■ ■ ■ প ■ ■ ■

- পরের মুখে ঝাল খাওয়া - পরের মাধ্যমে কাজ করা।
- পটল তোলা - মারা যাওয়া
- পুকুর চুরি - বড় ধরনের চুরি
- পগার পার - ভেগে যাওয়া / পালানো
- পথের কাঁটা - প্রতিবন্ধক
- পথে বসা - সর্বস্বান্ড হওয়া
- পদ্মপাতার জল - ক্ষণস্থায়ী
- পায়্যা ভারি - অহঙ্কার
- পোয়াবারো - অত্যধিক সুবিধে
- পৌ-ধরা - সহকারিতা করা
- ফাঁপা ঢেকি - সামর্থহীন।
- ফপার দালালি - চালবাজি (গায়ে পড়ে সমর্থন করা)।

■ ■ ■ ব ■ ■ ■

- বক ধার্মিক/বিড়াল তাপসী - ভণ্ড।
- বিন্দু বিসর্গ - সামান্য।
- বাঘের মাসি - নির্ভীক।
- বরাক্ষরে - অলক্ষণে।
- বোটা ধরা - রোগাক্রান্ত হওয়া।
- ব্যাঙের সর্দি - অসম্ভব বস্তু
- বিসমিল-নয় গলদ - গোড়ায় ভুল
- বকধার্মিক - ভণ্ড
- বসন্দের কোকিল - সুসময়ের বন্ধু
- বর্ণচোরা - কপটচারী
- বজ্র আঁটনি ফক্ষা গেরো - অসার আফালন
- বিষবৃক্ষ - অনিষ্টকারী
- বিড়াল তপসী - ভণ্ড সাধু
- বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা - অসাধ্য সাধন করা
- বুদ্ধির ঢেকি - নির্বোধ

■ ■ ধ ভ ঙ ■ ■

- ভুঁইফোড় - অর্বাচীন (নতুন)।
- ভিটায় ঘুঘু চড়ানো - সর্বনাশ করা।
- ভরাডুবি - সর্বনাশ।
- ভা তপস্বী - বিড়াল তপস্বী।
- ভাতে মারা - বড় ধরনের ক্ষতি করা।
- ভিজে বেড়াল - কপট আচরণকারী।
- ভূষীর কাক - দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি।
- ভেক ধরা - ভান করা।

■ ■ ধ ম ঙ ■ ■

- মানিক জোড় - ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
- মন ভাঙানো - মনের বদল।
- মেনিমুখো - লাজুক।
- মুখ করা - গালমন্দ করা।
- মুখ ছোটানো - গালিগালাজ শুরু করা।
- মুখ ধরে আসা - স্বাদ নষ্ট হওয়া।
- মুখ তুলে চাওয়া - অনুগ্রহ করা।
- মেও ধরা - ঝুঁকি নেয়া।
- মনকে চোখ ঠারা - মিথ্যা প্রবোধ।
- মুখ রক্ষা করা - সম্মান বাঁচানো।

■ ■ ধ হ ঙ ■ ■

- হা ঘরে - গৃহহীন।
- হস্ত্রিমুখ - বুদ্ধিতে স্থূল, বোকা।
- হাঁটুর বয়স - নিতান্ড শিশু।
- হোমরা চোমরা - গণ্যমান্য ব্যক্তি।
- হুস্ব দীর্ঘ জ্ঞান/গত্ব যত্ব জ্ঞান - কান্ড জ্ঞান।
- হেস্‌ড়নস্‌ড় - মীমাংসা।
- হাতে আসা - আয়ত্ত হওয়া।
- হাত আসা - অভ্যস্ত হওয়া।

■ ■ ধ য/র/ল ঙ ■ ■

- রায় বাঘিনী - উগ্র স্বভাবের নারী।
- যমের দোসর - নিষ্ঠুর ব্যক্তি।
- রাজা উজির মারা - বড় বড় কথা বলা।
- রোগ ধরা - রোগ নির্ণয়।
- লেফাফা দুরস্‌ড় - বাইরে পরিপাটি।

■ ■ ধ শ/স ঙ ■ ■

- শিরে সংক্রান্তিড় - বিপদ মাথার উপর।
- সাক্ষী গোপাল - নিক্রিয় দর্শক।
- সখাত সলিলে - ঘোর বিপদে নিপতিত।

■ ■ ধ হ ঙ ■ ■

- হস্ত্রিমুখ - বুদ্ধিতে স্থূল, বোকা।
- হাঁটুর বয়স - নিতান্ড শিশু।
- হোমরা চোমরা - গণ্যমান্য ব্যক্তি।
- হুস্ব দীর্ঘ জ্ঞান/নত্ব যত্ব জ্ঞান - কাণ্ড জ্ঞান।
- হেস্‌ড়নস্‌ড় - মীমাংসা।

- হাতেখড়ি - শিক্ষার শুরু।
- হাতভারি - ব্যয়কুষ্ঠ।
- হাল ধরা - দায়িত্ব বা নেতৃত্ব গ্রহণ।
- হাড়হন্দ - সবকিছু।
- হাড়ে হাড়ে - গভীরভাবে।

গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

০১. 'উনপাঁজুরে' বাগধারাটির অর্থ কি?
ক. সবল পাজর যার খ. দুর্বল
গ. নরম পাজর যার ঘ. ভাগ্যবান
০২. 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' বাগধারাটির অর্থ কি?
ক. ঢাক জোরে বাজান খ. প্রচার
গ. বিরজিকর আওয়াজ ঘ. লুকোচুরি
০৩. 'অমাবস্যার চাঁদ' বাগধারাটির অর্থ কি?
ক. সহজলভ্য খ. দুর্লভ বস্তু
গ. লুকিয়ে থাকা ঘ. অমাবস্যার রাতে চাঁদ
০৪. 'উপরোধে টেকি গেলা' বাগধারাটির অর্থ
ক. অনুরোধে পড়ে অসাধ্য সাধন করা
খ. অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা
গ. চাপে পড়ে অন্যায় কাজ করে ফেলা
ঘ. অনুরোধে টেকি গেলা
০৫. 'গোঁফ-খেজুরে' বাগধারাটির অর্থ-
ক. আরামপ্রিয় খ. নিতান্ড অলস গ. উদাসীন ঘ. পরমুখাপেক্ষী
০৬. 'ঢাকের কাঠি' বাগধারাটির অর্থ-
ক. সাহায্যকারী খ. তোষামুদে গ. বাদক ঘ. স্বাস্থ্যহীন লোক
০৭. কোন বাগধারাটির স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে?
ক. সাতোও না পাঁচোও না খ. দা-কুমড়া
গ. সাপে-নেউলে ঘ. আদায় কাঁচকলায়
০৮. যদি হয় সূজন তেঁতুল পাতায় নয় 'জন'-প্রবচনটির অর্থ কি?
ক. সূজনেরা তেঁতুল পছন্দ করে
খ. আসলে মুঘল নেই, টেকিঘরে চাঁদোয়া
গ. মিলে মিশে কাজ করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়
ঘ. সাজনে ডাটায় নুন জোটে না, মশুর ডালে ঘি
০৯. দুধের মাছি প্রবাদটির অর্থ কি?
ক. বেহায়া খ. স্বার্থপর ব্যক্তি
গ. সুসময়ের বন্ধু ঘ. চালবাজ লোক
১০. 'অকাল কুস্মান্ড' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?
ক. অকর্মা খ. কর্মবিমুখ গ. বোকা ঘ. মূর্খ
১১. 'ইদুর কপালে'-
ক. নিতান্ড মন্দ ভাগ্য খ. দূর থেকে আসা
গ. অনধিকার চর্চা ঘ. অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
১২. অনিষ্ট করতে গিয়ে ভালো হওয়াকে কি বলে?
ক. শাপে বর খ. উড়ো খৈ, গোবিন্দায় নমঃ
গ. তামার বিষ ঘ. একাদশে বৃহস্পতি
১৩. কোন বাক্যটির অর্থ ভিন্ন?
ক. মণিকান্ধন যোগ খ. সোনায় সোহাগা
গ. আদায়-কাঁচকলায় ঘ. আম-দুধে মেলা
১৪. 'শকুনি মামা'র অর্থ কি?
ক. কুৎসিত মামা খ. কুচক্রী লোক গ. সৎ মামা ঘ. পাতানো মামা
১৫. ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো-বাক্যটির অর্থ কি?
ক. বৌ ও ঝিকে একই সাথে মারা
খ. কাজের মেয়েকে শাসি দিয়ে স্ত্রীকে শেখানো

গ. একজনকে বকা দিয়ে অপরকে শেখানো

ঘ. স্ত্রীকে কিছু না বলে মেয়েকে মারা

১৬. অর্ধচন্দ্র-এর অর্থ কি?

ক. অমাবস্যা

খ. গলাধাক্কা দেয়া

গ. কান্ডেড়

ঘ. দ্বিতীয়া

১৭. যে ব্যক্তি উভয় কুল রক্ষা করে চলে-প্রবাদ বাক্যে তাকে কি বলে?

ক. কচুবনের কালাচাঁদ

খ. যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল

গ. বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী

ঘ. বাইরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট

১৮. রাবণের চিতা বাগধারার অর্থ কি?

ক. অনিষ্টে ইষ্টলাভ

খ. চির অশান্তি

গ. অরাজক দেশ

ঘ. সামান্য কিছু নিয়ে ঝগড়া বাধা

১৯. একাদশে বৃহস্পতি-এর অর্থ কি?

ক. আশার কথা

খ. সৌভাগ্যের বিষয়

গ. মজা পাওয়া

ঘ. আনন্দের বিষয়

২০. ব্যাঙের সর্দির অর্থ কি?

ক. রোগ বিশেষ খ. সম্ভাব্য ঘটনা গ. অসম্ভব ঘটনা ঘ. প্রতারণা

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	খ
০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	গ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ
১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ